যিনি আলোড়ন তুলেছিলেন

চৌধূরী সুধীরথ

একদিন বিশ্বে যিনি আলোড়ন তুলেছিলেন

বিখ্যাত তুর্কি কবি নাজিম হিকমতের মস্কোতে মৃত্যু হয় ১৯৬৩-র ৩ জুন। আমরা সাধারণত রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান, ইংল্যান্ডপ্রমুখ অগ্রসর দেশগুলির সাহিত্য জগতের সঙ্গে পরিচিত বেশি। তুরস্ক এমন একটি দেশ যেটি ইউরেশিয়া (ইউরোপ ও এশিয়া) মহাদেশের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত। সাহিত্য জগতে তুরস্কের সঙ্গে আমাদের প্রথম নৈকট্য ঘটিয়েছিলেন বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজল ইসলাম, এক সময়কার কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা সম্বন্ধীয় কবিতাগুলোর মাধ্যমে। কবিতা তো কেবল শব্দের সঙ্গে শব্দের জোড়া লাগানো নয়, শব্দগুলির শিল্প - গুণান্বিত নিপুণ বুননের নামই কবিতা। স্বরলিপি যেমন সঙ্গীত নয়, তেমনি শব্দ বিন্যাস বা বাক্যবন্ধনও কবিতা নয়। আবার শব্দ বিন্যাস ছাড়া কবিতাও হয় না। তবে শব্দ বিন্যাসের শিল্পিত রূপায়নের মাধ্যমে মানুষের নশ্বর দৃষ্টিকে অবিনশ্বর লোকে নিয়ে গিয়ে নান্দনিক করে তোলার নামই কবিতা। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলির অভিধানিক অর্থ গৌণ, মহৎ কবিতার শব্দগুলো মানুষের চেতনাসমূহকে সীমা ছাড়িয়ে একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অসীমের যাত্রাপথের বাহন হয়--- এরকম শব্দ সাযুজ্যের নামই কবিতা। তুরস্কের নাজিম হিকমত এরকম একজন কালজয়ী কবি।

এই অনন্যসাধারণ কবির জন্ম তুরস্কে ম্যালোনিকা শহরে ১৯০২ এর ২০ জানুয়ারিতে। বেড়ে ওঠেন ইস্তাম্বুলে। কবির দাদু ছিলেন একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় জমিদার ও রাজপুষ। বাবা হলেন বৈদেশিক দপ্তরের একজন উচচপদস্থ অফিসার আর মা ছিলেন উঁচুদরের একজন শিল্পী । মা'র গুণাগুণই পেয়েছিলেন নাজিম হিকমত। বাড়িতে কবিতার পরিবেশ ছিল। কবিতার মধ্যেই তিনি বড় হন। কবিতায় হাতে খড়ি হয় ১৩ বয়র বয়সে। নিজের অনিচছা সত্ত্বেও পিতার ইচছায় নাজিম ভর্তি হয়েছিলেন তুর্কি ন্যাভাল আকাদেমিতে। এদিকে শু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তুরস্ক চলে যায় মিত্রশক্তির দখলে। দেশকে বিদেশি শক্তির হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে ১৯২১ সালে আকাদেমি ত্যাগ করে তিনি চলে যান পূর্ব তুরস্কের আনাতোলিয়ায়।

ইতিমধ্যে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লব ঘটে গেছে। শবিপ্লব তাঁকে হাতছানি দেয়। অতঃপর সীমান্ত পেরিয়ে বাটুম। পরিশেষে মস্কো। সেখানে গিয়ে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ - বিদেশের বরেণ্য শিল্পীদের সংস্পর্শে এসে ভাব বিনিময়ের সুযোগ পান। দেশ স্বাধীন হলে অনেক আশা নিয়ে কবি তুরস্কে ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে ১৭ বছর বয়সে নাজিম হিকমতের প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরে তুরস্কের ম্যাডাল আকাদেমিক এবং রাশিয়ায় লেখাপড়ার পাশাপাশি তাঁর কবিতা রচনাও সমান তালে চলতে থাকে।

রাশিয়া থেকে দেশে ফিরে তিনি একটি বামপন্থী পত্রিকায় সাংবাদিকতা, চিত্রনাট্যকার ও অনুবাদকের কাজ নেন। এর মাঝে ১০ বছরে তাঁর ৯টি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অন্যায় শোষণের বিদ্ধে এই কবিতাগুলো মুখর ছিল, দিয়েছিল সংগ্রামের ডাক। এজন্যে তুরস্কের গোয়েন্দা পুলিশ কবির পিছু ছাড়েনি। ফলে তাঁকে জেলে যেতে হয়। ১৯২৬ সালে পালিয়ে

কবি গোপনে পুনরায় রাশিয়া চলে যান। এবং সেখানেও কবিতা লেখায় তাঁর বিরতি ঘটেনি। ১৯২৮ সালে তুরস্কে যখন সকল রাজবন্দী ছাড়া পায়, সে সময় কবিও দেশেফেরার অনুমতি পান। কবি দেশের টানে দেশে আসেন। দেশে তখন কমিউনিস্টপার্টি বেআইনি। এমন বৈরী পরিবেশের মধ্যেও তিনি আবার কবিতা ও নাটক লিখতে শু করলেন। তাঁর কবিত ার বইগুলো তুর্কি কাব্যজগতে বিপ্লব বয়ে আনল। কবিতার পুরোন গৎবাঁধা বাঁধন ভেঙে তিনি বেরিয়ে এলেন। তাঁরই দেখাদেখি তুরস্কে একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে উঠল।

এ সময়ে কবির উপর সরকারের সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ১৯৩৮ সালে কবি আবার গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর অপরাধ, তাঁর কবিতা পাঠ করে সামরিক বাহিনীর লোকেরা বিপ্লবী এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তাঁর রচিত 'শেখ বেদরেদ্দিন - এর মহাকাব্য' বইটিনাকি সশস্ত্র বিদ্রোহের উস্কানিদাতা। এটি পনেরো শতকের এক কৃষকের কাহিনী নিয়ে লেখা। না জিমের অপরাধ, এমন বিদ্রোহী কৃষকের জীবনকাহিনী নিয়ে কেন তিনি কাব্য রচনা করেছেন এবং কেনই বা বাক্যগ্রন্থটি এত জনপ্রিয় তাঁর ২৮ বছর কারাদণ্ড হল। সুদীর্ঘ ২৮ বছর কারাদণ্ড ভোগ করার পর জীবনের আর কতটুকুই বা অবশিষ্ট থ াকে!

এমন একটি কারাগারের প্রকোষ্ঠে কবিকে আটকে রাখা হল যেটি মানুষের মলে আর বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ। সেই বর্ণনাতীত কষ্টের মধ্যে বসবাস করেও তিনি অজস্র কবিতা রচনা করেছেন। তাঁকে কোনওভাবেই অবদমিত করা যায়নি। রাজনৈতিক বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় -স্বজনের নিকট লেখা চিঠিপত্রের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর কবিতাগুলোকে বাইরে পাচার করতেন। সবই করেছেন জেল কর্তৃপক্ষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে।

এই বিস্ববরেণ্য কবির মুক্তির দাবিতে ১৯৪৫ সালে প্যারিসে এক আন্তজার্তিক কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটিতে ছিলেন ত ারই মতো অন্যান্য বিশ্ববরেণ্য কবি - সাহিত্যিক পাবলো পিকাসো, পাবলো নেদা, পল রবসন, আরাঁগ ও জাঁ পল সাত্রে প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ। সে সময় তাঁর স্বদেশে এবং পৃথিবীর দেশে দেশে তাঁর মুক্তির দাবিতে জোর দাবি উঠতে থাকে। ১৯৫০ সালে বিশান্তি পুরস্কার পান তিনি।

১৯৫০ সালেই তুরস্কে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। নতুন সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা কর ার সঙ্গে সঙ্গে নাজিম হিকমতও মুক্তি পান। বছর ঘুরে না যেতেই তাঁর উপর আবার সরকারি নিষেধাজ্ঞা আর নির্যাতন শু হল। ৪৮ বছর বয়সেকবির উপর সরকারি আদেশ হল মিলিটারিতে যোগ দিতে। দু-দুবার উস্তাম্বুল যাবার পথে গাড়ি চ াপা দিয়ে তাঁর প্রাণ সংহারের চেষ্টা করা হয়েছিল। শেষমেষ বলা হল যে তাঁকে যুদ্ধে যেতে হবে। সামরিক বাহিনীর চিকিৎসক বললেন, 'তুমি দু'ঘন্টা দুপুরে রোদে দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাত মারা যাবে। তবুও আমাকে সার্টিফিকেট দিতে হবে যে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ'। তখন কবি স্ত্রী- পুত্র ফেলে অত্যন্ত দুঃখভরাক্রান্ত হৃদয়ে গোপনে তাঁর প্রিয় স্বদেশভূমি ত্যাগ করে রা শিয়ায় চলে যেতে বাধ্য হলেন। আর দেশে আসতে পারেননি। তুরস্ক সরকারতাঁর স্ত্রী - পুত্রকে রাশিয়া যাবার অনুমতি দিল না।

মস্কোতে তাঁর নির্বাসিত জীবন খুব একটা খারাপ কাটেনি। এসময় তিনি প্রখ্যাত শ কবি মায়াকোভস্কির সংস্পর্শে আসেন। র াশিয়াথাকাকালেই তিনি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেক দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ পান। কিন্তু আমেরিকা তাঁকে ভিসা দেয়নি। তুরস্কসরকার তাঁর নাগরিকত্ব কেড়ে নিল। তখন তিনি পোল্যান্ডের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

নাজিম হিকমতের কথা চিন্তা করলে সত্যিই আশর্চ্য হতে হয়। এক অনন্যসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত কবি ছিলেন নাজিম হিকমত। তাঁরনামের শব্দ যুগল উচচারণ করতে আর এক বিশ্ববরেণ্য কবি পাবলো নেদা আত্মহারা হয়ে যেতেন একসময়। তাঁর সা হিত্য সাধনা যেমন বিচিত্র, তেমনি ছিল জীবন্ত। পঞ্চাশের অধিক ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে।

নির্বাসিত জীবনেও তাঁর সাহিত্যচর্চা বন্ধ হয়নি। নাজিমের সব রচনাই তুর্কি ভাষায় লেখা। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দেশে তাঁর লেখাগুলির পাঠক অগণিত। বিদেশেও তাঁর রচনাবলী অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আবার অনেকগুলো পুনর্মুদ্রণও হতে চলেছে।

১৯৬৩ সালে ৩ জুন মস্কোতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নাজিম হিকমত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তুর্কি সাহিত্যের সঙ্গে ব াংলা সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটে নাজিম হিকমতেরই মাধ্যমে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com